দৈনিক সংবাদ

30

তারিখ JUL 15 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাধ্য থাকিবেন না কেন?

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক-এর বিদ্যমান শূন্যপদ নিয়োগের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন। উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিয়োগে আগ্রহী প্রার্থীগণের আবেদনের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সকল প্রকার সনদপত্রের সত্যায়িত কপি, পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি ফটো, স্থায়ী বাসিন্দার (নাগরিকত্ব) সনদপত্র, পরীক্ষার ফিস বাবদ ৫০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি সংযোজন করতে হবে। জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে মহাপরিচালক আরও বলেন, "এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কারণে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণ করিতে কিংবা প্রার্থিত পদে নিয়োগ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না।"

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশের বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে একে সুশৃংখল, দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক করার উদ্যোগ নিয়েছেন সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সন্তুষ্টির জন্য তার সকল চাহিদা (সত্যায়িত সনদপত্র, ফটো, পরীক্ষার ফিস ইত্যাদি) পূরণ করে আবেদনপত্র নির্দিষ্ট সময়ে প্রেরণ/দাখিল করা হলেও কর্তৃপক্ষ (মহাপরিচালক) পরীক্ষা গ্রহণ করতে কিংবা প্রার্থিত পদে নিয়োগ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন না কেন? জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস। সরকার এবং প্রশাসনের সকল খরচ চালাচ্ছেন জনগণ। যতসব অপচয়, অপব্যয় ও ঋণের অংশীদার জনগণ একটি অতি ক্ষুদ্রতম অংশ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আবেদন করবেন। এই আবেদনকারীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা থাকবে না কেন? নিজেদের ইচ্ছাকে জোরপূর্বক তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিবেন কেন?

দিল নাহার বেগম
আজাদ কুটির, কেন্দুয়া বাজার
পোঃ+থানা- কেন্দুয়া, জেলা-
নেত্রকোনা।